উমর ইবনে আবদুল আজিজ

যখন আমীরুল মুমিনীন উমর ইবনে আবদুল আজিজ খিলাফতের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন, তখন তিনি একটি মৌলিক পরিবর্তন আনলেন—যে পরিবর্তন ছিল ন্যায়, তাকওয়া ও জবাবদিহিতার উপর প্রতিষ্ঠিত।

তিনি বনি উমাইয়ার লোকদের সেই সব ভাতা ও সম্পদ দেওয়া বন্ধ করে দিলেন, যা পূর্ববর্তী খলিফাগণ তাদের দিয়ে আসছিলেন। শুধু তাই নয়, তাদের হাতে থাকা অন্যায়ভাবে অর্জিত জমি ও সম্পদ (قطائع) ফিরিয়ে নিয়ে তিনি তা মুসলমানদের সাধারণ সম্পদ—বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিলেন।

এতে স্বাভাবিকভাবেই বনি উমাইয়ার অনেক লোক অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ল। তারা অভিযোগ নিয়ে গেল তার ফুফুর কাছে—

فاطمة بنت مروان (ফাতিমা বিনতে মারওয়ান) —যিনি ছিলেন উমাইয়া পরিবারের মধ্যে অত্যন্ত সম্মানিত, এবং যাঁর কথা কোনো খলিফাই অমান্য করতেন না।

তিনি উমর ইবনে আবদুল আজিজের কাছে এসে বললেন:

يَا عُمَرُ، إِنَّ قَرَابَتَكَ يَشْكُونَكَ، وَيَزْعُمُونَ، وَيَذْكُرُونَ أَنَّكَ أَخَذْتَ مِنْهُمْ خَيْرًا غَيْرَكَ

হে উমর! তোমার আত্মীয়স্বজন তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করছে। তারা বলছে— তুমি তাদের কাছ থেকে এমন সম্পদ নিয়ে নিয়েছ যা তোমার পূর্ববর্তীরা নেয়নি।

তখন এই ন্যায়পরায়ণ খলিফা শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে জবাব দিলেন:

وَاللَّهِ مَا مَنَعْتُهُمْ حَقًّا، وَلَا أَخَذْتُ مِنْهُمْ شَيْئًا كَانَ لَهُمْ، بَلْ أَخَذْتُ مَا هُوَ حَقٌّ لِلْمُسْلِمِينَ، فَرَدَدْتُهُ إِلَى بَيْتِ الْمَالِ، وَلَمْ آخُذْ لِنَفْسِي شَيْئًا

আল্লাহর কসম! আমি তাদের কোনো হক নষ্ট করিনি, তাদের প্রাপ্য থেকে কিছুই নিইনি। বরং আমি যা নিয়েছি তা মুসলমানদের অধিকার ছিল— আমি তা বায়তুল মালে ফিরিয়ে দিয়েছি। আর নিজের জন্য আমি কিছুই গ্রহণ করিনি।

তার ফুফু আবার সতর্ক করে বললেন:

يَا ابْنَ أَخِي، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يَهِيجُوا عَلَيْكَ يَوْمًا عَصِيبًا

হে আমার ভাতিজা! আমি আশঙ্কা করছি, তারা কোনো এক কঠিন দিনে তোমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে পারে।

তখন তিনি এমন এক জবাব দিলেন, যা ইতিহাসে অমর হয়ে আছে:

كُلُّ يَوْمٍ أَخَافُهُ دُونَ الْقِيَامَةِ، فَلَا وَقَانِيَ اللَّهُ شَرَّهُ

কিয়ামতের দিনের চেয়ে কম যে কোনো দিনকে যদি আমি ভয় করি— তবে আল্লাহ যেন আমাকে সেই দিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা না করেন!

العبرة بالتمثيل (আগুনের দৃশ্য):

এরপর তিনি একটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আনালেন, সাথে আগুন ও একটি পাত্র।

তিনি দিনারটি আগুনে নিক্ষেপ করলেন, এবং ফুঁ দিতে লাগলেন যতক্ষণ না তা লাল হয়ে উত্তপ্ত হয়ে উঠল।

তারপর সেটি তুলে একটি গরম পাত্রে রাখলেন—যেখানে তা শব্দ করতে লাগল এবং পুড়ে যেতে লাগল।

এই দৃশ্য দেখিয়ে তিনি তার ফুফুকে বললেন:

أَيْ عَمَّةُ، أَمْ تَأْوِينَ لِابْنِ أَخِيكِ مِنْ مِثْلِ هَذَا؟

হে ফুফু! তুমি কি তোমার এই ভাতিজাকে এমন আগুনের শাস্তি থেকে রক্ষা করতে পারবে?

এই কথা শুনে তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হলেন। তিনি বুঝলেন—এই মানুষকে দুনিয়ার ভয় দেখিয়ে পথ থেকে সরানো যাবে না।

তিনি ফিরে গিয়ে বনি উমাইয়াদের বললেন:

তোমরা উমরের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছিলে, এখন যখন তার প্রকৃত চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে, তখন তোমরা অস্থির হয়ে পড়ছ! তার ব্যাপারে ধৈর্য ধরো।

الزهد والإخلاص (যুহদ ও নিষ্ঠা):

এই ঘটনায় আমরা দেখি—

عمر بن عبد العزيز (উমর ইবনে আবদুল আজিজ)- -এর অন্তরে দুনিয়ার কোনো মোহ ছিল না।

তার জীবনের মূল চিন্তা ছিল একটিই:

مَا سَيَكُونُ عَلَيْهِ مَآلُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ

মৃত্যুর পর তার পরিণতি কী হবে।

তিনি এমন এক ব্যক্তি ছিলেন—

لَا يَجْذِبُهُ طَمَعٌ، وَلَا يُخِيفُهُ فَزَعٌ

লোভ তাকে আকর্ষণ করতে পারত না, ভয় তাকে ভীত করতে পারত না।

دروس عظيمة (মহান শিক্ষা):

হে যুবসমাজ!

إِنَّ الْفَضِيلَةَ مَثُوبَةٌ نَفْسُهَا

নিশ্চয়ই গুণ নিজেই তার পুরস্কার।

যে ব্যক্তি সত্যের জন্য আন্তরিক হয়, তার সেই إخلاص (নিষ্ঠা) তাকে এমন শক্তি দেয়, যা বুদ্ধি, শ্রম বা ভাগ্য দিয়েও অর্জন করা যায় না।

এই মহান খলিফা বলার মাধ্যমে আমাদের শিক্ষা দেন:

يَبْرَأُ إِلَى اللَّهِ مِنْ حَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ

তিনি নিজের শক্তি ও সামর্থ্য থেকে আল্লাহর কাছে মুক্তি ঘোষণা করেন।

وَيُفَوِّضُ أَمْرَهُ إِلَى اللَّهِ

এবং নিজের সব বিষয় আল্লাহর হাতে সোপর্দ করেন।

آية كريمة:

فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ

অতএব তোমরা শীঘ্রই স্মরণ করবে যা আমি তোমাদের বলছি; আর আমি আমার বিষয় আল্লাহর কাছে সমর্পণ করছি। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দাদের সম্পর্কে সর্বদ্রষ্টা।

https://www.facebook.com/share/1MqT3rXSb4/